স্বর্গের পিচ্চিদের ধুলোয় নেশা করে পড়ে থাকা এক প্রফেসর...
অথবা
একটি মৃত্যু.....

সিন্ধু সোম

আমি যেইখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চারপাশে সাদা বালি.....সাদা হতে হতে একটি লোক ক্রমে ঝরে যেতে থাকে...রোগ হোক নীরোগ হোক...পাশের বাড়ির নিচে রাস্তার খুব কাছাকছি একটা জানলায় আড়ি পাতলে শোনা যায় সুরভীর কথা.....ছোটনবাবুর গলা আরো সরু হয়... "হ্যাঁ! সেই জন্যই!"..... "আরে আমার কী দোষ? এ বাড়ি করেছিল আমার ঠাকুর্দা! তখন এরা সব কোথায়! পাশের বাড়ি বলে কিছু বলি না.....থাকতে হবে তো এদেরই সঙ্গে..... একে নন বেঙ্গলি তাই মুসলমান...ভাড়া দিলি দিলি এমন কাউকে..." সুরভীর গলাটা ঘ্যাসঘেসে শোনায়... "ক্যান্সার শুনলাম!"..... "কে বলল? হারু পণ্ডিত খবর দিয়েছে.....ও তোমাদের মেয়েলি খবর নয়...পাক্কা খবর আছে কাটার বাচ্চা স্যুইসাইড করেছে...কিছু ঝোলঝাল ছিল... নইলে ঐরকম একটা মাল ক্যান্সার নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে আর আমি জানতাম না?" আমাদের দেশে মুসলমান এক আশ্চর্য জীব...তাদের কখনও ক্যান্সার হয় না...চর আর চরের ভাঁজ থেকে পরতে পরতে চোখ, ঠোঁট, নাকের গঠন খুলে এলে আমি আরও মন দিয়ে দেখি...মনে হয় যেন অনাদি জমানার এত বীজ, এত নিষিক্ত জট, তার গা বেয়ে বটের অস্তিত্ব নাই...অতি অল্প শিকড়ের কিছু চাষ, আগাছা, এইসব.....আদতে এত সাদা বালি আমি জন্মে দেখি নাই...

চিলড্রেন অব হেভেন: ৪৯ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড...সাইকেল ঠেলে স্বর্গে উঠতে গিয়ে আলির আব্বা আর আলি দুইজনাই ক্লান্ত অবসন্ন...খাড়া চড়াইয়ের পর ক্লোজ শটে দুই জনের মুখ...আলির আব্বা রুমাল বার করে মুখের ঘাম মোছে...মালির কাজ করতে গিয়ে উঁচু উঁচু ঝাউয়ে ঘেরা বাড়িদের চওড়া রাস্তায় কুকুরের মত তাড়া খেয়ে দৌড়ে বেড়াতে থাকে বাপ বেটা...তাদের ছোট গলির মাঝে নর্দমা বয়ে যায় বস্তিতে...এর পরে আলির সপ্রতিভতায় কাজ জোটে...জল খেতে আলাপ হয় একটি বাচ্চার সঙ্গে...৫৫ মিনিট ১০ সেকেণ্ড...লালসাদা চেক জামা আর লাল হাফ পরা পিচ্চিটি দাদুর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডেকে নিয়ে যায় তাদের...সেখানেই আশাতীত ধনলাভ...স্বর্গের স্বপ্ন ও ৫৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড সাইকেলের ব্রেক ফেইল করে পতন... [1]

সাদা বালির বুকে পিচ্চিটার পায়ের ছাপ দেখা যায়..... ক্রমশ চড়াইয়ের দিকে গেছে.....ওখানে জল আছে, নৌকার দান ছকে নাক বরাবর...দাঁড় ভালো করে দেখতে গিয়ে বুঝি, ওখানে ফুলও আছে...বড়কা বড়কা পেটের কিসসা...দোফসলি ফুলের গোড়া ভিজিয়ে আরো ঢালুর দিকে নেমে গেছে জল...মিঠা...পেয়াসা কচি বুক অকালে বুড়িয়ে যাওয়া বাবার ছায়ায় গুছিয়ে রাখে অতীত...তার নিজেকে ভগবান মনে হয়...একটি আতিশয্যে ক্ষীণ গলা তার নাম ডাকে...মুসলমান নাম...একবার দুইবার তিনবার...এ তার বোনের হতে পারে, উঁচা বাড়ির আন্দরে থাকা ছেলে সঙ্গীটির হতে পারে, খেলার ক্লান্তিতে যে দোলনার উপর আপনি ঘুমিয়ে পড়ে...ওদের আমরা যতটা স্বর্গলোভী কর তুলতে পেরেছি, বুকে হাত দিয়ে আমাদের স্বর্গের শিশুদের চোখে আজকাল তাকাতে পারি না...তাই সাদা বালির বুকে নারকীয় পিচ্চিদের নেমে আসার কোনও পদচিহ্ন থাকে না...হড়কে ঘষটানোর দাগ জ্বলজ্বল করে ওঠে আমাদের নির্মল শরতের রোদ পেয়ে...বালিতে দ্বিধা নাই...অথচ ছায়াতে ঢেউ খেলে...যেভাবে ইরানী আব্বা ছাওয়াল গড়িয়ে গিয়েছিল উঁচু স্বর্গ নগরী থেকে...সাইকেলের বেলাগাম গতি আর পকেট ভর্তি ভাতের গন্ধের ভার বইতে পারে তেমন তাকতওর কান্ধা তাদের অবশিষ্ট কই.....জানাজা বহন করতে করতে সে সব বড় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে...এই যে...আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি.....ভাবতে ভাবতে খোরাক হিসেবে একটা বড় গোল্ড ফ্লেক শেষ হয়ে আসে...আর ওদিকে ইরানের এক বস্তিতে সামান্য ছেঁড়া জুতো বিশ্ব খ্যাদানো মুসলমান পরিচয়ের বুকে গল্প হয়ে ওঠে.....সাদা বালির ওপর ছাইয়ের নামাজ চোখে পড়ে না...আলো...ক্রম...আসার পিছনে গুটলি বান্ধা চখ ...

দ্য প্রফেসর: ৭ মিনিট ৫৩ সেকণ্ডে ইংরেজি সাহিত্যের প্রফেসর রিচার্ড ব্রাউন খাবার টেবিলে বসে বউয়ের পরকীয়ার কথা শোনেন...নিজের ক্যান্সার আর ছমাস আয়ুর কথা এর মধ্যে মলিন আস্তরণে চাপা পড়ে কোথাও...একটা যাচ্ছেতাই রকম হেসে বউকে বলেন, 'অন্তত পরকীয়ার ব্যাপারে টেস্টটা ঠিক কর...(তুমি না আর্টিস্ট!)' তারপর বউয়ের নতুন প্রেমিক হেনরি রাইট, যিনি কিনা রিচার্ডের বস, তাঁকে রিচার্ড নাটলেস বললে ভেরোনিকা আপত্তি জানায়...জানা যায় রিচার্ডের ঝুলিতে সাধারণের থেকে মজুদের সংখ্যা গোটা এক বেশিই...মরে যাওয়ার আগে মানুষটার একের পর এক ট্রান্সগ্রেসন...ক্লাস থেকে অবাঞ্ছিত এলিমেন্ট ছেঁটে ফেলা...২৯ মিনিটে পাবের বাথরুমে ওয়েট্রেসের সঙ্গে আনপ্রোটেক্টেড সেক্স...স্যাবাটিক্যাল নিয়ে একটি মৃত্যুর সব চেনা মুখের থেকে দূরে এক নতুন যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে প্রফেসর...১ ঘন্টা ২৭ মিনিটে এক আড়াআড়ি রাস্তা চলতি পথের মাথা কেটে অন্য দুই সম্ভাব্য পথ তাকে অফার করলে প্রফেসর কিছুক্ষণ থমকান...তারপর কবন্ধ রাস্তার ওপারে ক্ষেতের মধ্যে গাড়ি ছুটিয়ে দেন হাসতে হাসতে...[2]

একটা মৃত্যুর খোঁজে এক প্রফেসর একা তেরাস্তার মোড় থেকে গাড়ি সমেত ঝাঁপিয়ে পড়েন জনারের ক্ষেতে.....যেদিকে আদতে কোনো রাস্তাই ছিল না...মৃত্যু খুঁজতে খুঁজতে একটা ক্লান্ত মাও নিজের রাস্তা বুনে চলেছে মাকড়সার মতো...গেলাসের অস্তমিত বারবনের সূর্য বাঁকা হয়ে আলো দেয় পাবের বাথরুমে...নাম না জানা ওয়েট্রেসকে চুদতে তার কন্ডোম লাগে না...মৃত্যুর খোঁজ বড় দুরূহ বন্ধু...সকলের আসে না...সাত বছর এক দোকানের গল্প অবশ্য আজকাল এখানে ওখানে চাকলা হারিয়েছে...ছাত্রছাত্রীদের মোটা চালুনিতে চেলে নিলে যে টুকু কাঁকুরে মাল গুব মেরে থাকে তাদের কাছে নতজানু হয়ে শেখা...ইউনিভার্সিটির লনে বসে জ্বলে যাওয়া জয়েন্ট তখন আঁচ দেয় পড়ন্ত ক্যান্সারী ফুসফুসে...যেখানে এর আগে কখনও কোনোদিন সূর্যালোক ঢোকে নাই...দেখা যায় নাই একফোঁটা তামুকে ধোঁয়া...অথচ জীবন...অথচ জীবনী...উপরের এইসব কথোপকথন আমাকে ঠেলে শহর থেকে বের করে আনে.....পাতার নিশ্বাস এখানে বেদেনী চোখের পাতার থেকেও ভারী...কেন জানি না আমার খালি সেই ওয়াক্তের কথা মনে পড়তে থাকে যখন চর্যাপদ লেখা হচ্ছিল... একরাশ বাস্টার্ড কুণ্ঠা এসে গলা টিপে ধরলে আমি প্রণামিকে প্রশ্ন করি...কুণ্ঠা কেন? আমি বাল দালালের দলের লোক.....রস চুষে চুষে মরার দিকে তিলে তিলে এগিয়ে যাই.....কুণ্ঠা ফুন্টার বালবিচি আমার পোষায়! পোষায় বলতে মনে পড়ল কয়েকদিন ধরে শুধু ভাবছি সম্পাদকের চিঠিটার কী জবাব দেব..... পাড়া গেঁয়ে ভাষার লাল টুবো ফল যদি সেই বটের বদলে আমি আকন্দের ঝোপে দুলতে দেখে ফেলি, সেইখানে দোষী খুঁজতে বসবা? লোকে আমায় সত্যি করতে বলে আজকাল...সম্পাদকের বদলে এক রাস্তার ফকিরকে ডাকি...তার সবুজ কাপড় উপেক্ষা করে বিড়ি ধরাই একটা...টলতে টলতে কথা জড়িয়ে আসে...তাকে বলি সৎ জানি বুঝলে, সত্যি এখনও জেনে উঠতে পারি নাই ফকির...সে মাথা নাড়ে...তার চিবুক ধরতে গেলে সরে যায় খানিকটা...ভালো ভালো! অচ্ছুৎ করে জুড়িয়েছ আঙুল ফকিরা...তোমার দোতারার ঝাঁঝে ভাতের ঢেকুর মিশে থাকে...তোমার গোঁফ থেকে কোনো ঝুপড়ির সহজ লঙ্কা ফোঁড়নে ডালের গন্ধ.....অথবা তোমার জটাজুটের মোরামে আমি তোমার পাথর কুঁদে তোলা মুখ দেখতে পাই...জয়দেবের মেলার কাঁচা গুয়ের বাস তোমার পায়ের থেকে লাল ধুলো মেখে আরো লাল হয়ে গেলে অজয়ের জলে সেই পা ধোওয়া কেমন কেমন রক্ত তোমার দোতারায় ছেটে.....এসবের পরেও আমার মতো দালালকে ছোটনবাবুর কানাঘুষা আড়ি পেতে শুনতে শুনতে সম্পাদকের চিঠির জবাব দিতে হবে...জনি ডেপের সঙ্গে ঝাঁঝালো ঢেকুরে আমার জলের মাথা সেই ছেঁড়া ছোট্ট জুতো জোড়ার ফিতে টুকু ইরানী বাজারে গুলিয়ে ফেলবে ফের... বোনকে ইস্কুলে পৌঁছানোর জন্য যেখানে লেগে থাকবে ঘাম আর নর্দমার জলের গন্ধ...ফকিরা, এসব আমার তামাক পোড়ানো বিলাসিতার নির্লজ্জতা ঢেকে দিয়ে আসছে বহুদিন...একদিকে এগোতে সহস্রদিকে ঠেলে ভেঙে দিয়ে গেছে মিঠা ভোরে...যদি পারো এই সব সম্পাদকের কাছে পাঠাও...শালা আমার চৌদ্দপুরুষের সাধ্য কি অমন জবাবের নখের যুগ্যি হতে পারি!!! এসো বরং আরও চোখ লাল হলে নেশা ঠোঁটে মৃত্যু খুঁজি আজ...এখানে মৃত্যু একপাটি ছেঁড়া জুতো...তার খোঁজে কত জন্ম কেটে যায়...

চিত্রসূত্রঃ YouTube

Copyright © 2020 Sindhu Som, Published 31st Dec, 2020.

[1] চিল্ড্রেন অব হেভেন (১৯৯৭)
৮৯ মিনিট
পরিচালক- মাজিদ মাজিদি

[2] দ্য প্রফেসর (২০১৮)
৯০ মিনিট
পরিচালক- ওয়েন রবার্টস

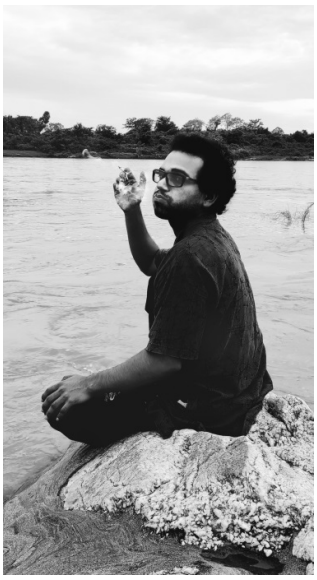

সিন্ধু সোম-য়ের জন্ম ১৯৯৫। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বড় হয়ে ওঠা। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স। সিন্ধু মূলত গদ্য লেখে, জলপাইগুড়িবাসের কারণ গবেষণা, গদ্যের চরিত্রায়ন ও আর্থসামাজিক পটভূমি নির্মাণের প্রয়োজনে।